২৬/৪/২০০২

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৮......

দৈনিক সংবাদ

প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাতে বাকৃবিতে চলছে পুরোদমে সংস্কার কাজ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : গত এক বছর ধরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাতে সর্বত্র সংস্কার কাজ চলছে।

১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর রাস্তাগুলোতে টিউবলাইট লাগানোর মাধ্যমে আলোকিত করা হয়েছে। বেদখল হয়ে যাওয়া রেললাইন সংলগ্ন ২ একর ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট লেক সংস্কার করা হয়েছে। ঈশা খাঁ হলের মজা পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে পাঙ্গাস চাষের নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রগুলো বলেছে, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা ও শিক্ষক প্রশাসনের সহায়তায় যেনতেনভাবে যে গাড়িগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হচ্ছিল তা রোধ করা হয়েছে গাড়িগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত করে। অবৈধ স্থাপনা ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উপাচার্যের অফিসে কোন ফাইল আটকে থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর ফলে ক্যাম্পাসের ভেতর কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে না।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে এবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ৬/৭ হাজার টাকার ফুল বিক্রি হয়েছে বলে জানা গেছে। সন্ত্রাসী ও নেশাখোরদের আস্তানা হিসেবে পরিচিত বোটানিক্যাল গার্ডেনের চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে টিকিট সিস্টেম প্রবর্তন করায় বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক লাভবান হচ্ছে। গত সপ্তাহে উপাচার্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি (প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত) নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেছেন। ছাত্রীদের জন্য 'বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব' হলের নির্মাণকাজ মাঝ পর্যায়ে। সংবাদ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।